R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১১ই জুলাই, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

রিলিজ অর্ডার অমান্য—বদলির নির্দ্দেশ বাতিল

'রামমোহন' নাটক জমে উঠেছে

সাগরদীঘি, ৭ই জুলাই—গত বৎসর সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনৈকা নার্সের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হবার পর পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এসটাব্লিশমেন্ট ব্র্যাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারী Estt/380/DHS/5A—22/72/II Dated, Calcutta 15/1/1973 এই গেজেটে ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রামমোহন মণ্ডলকে বর্দ্ধমান জেলার আনকোনা সাবসিডিয়ারী হেলথ্ সেণ্টারে বদলির নির্দ্দেশ দেন এবং সেখানকার মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সামসুদ্দিন আহমেদকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগদানের নির্দ্দেশ দেন। সেই গেজেট অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ১১ই এপ্রিল তারিখের ৫৩০২ নং চিঠিতে ডাঃ আহমেদকে ডাঃ মণ্ডলের কাছ থেকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্ত রকমের চার্জ্জ বুঝে নেবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু ডাঃ মণ্ডল ডাঃ আহমেদকে কোন রকম চার্জ্জ দেন নি। উপরন্তু তিনি ১২ই এপ্রিলের ২১নং চিঠিতে এবং ২রা মে-র অপর একটি চিঠিতে আনকোনা এস, এইচ, সি-র বদলে গোকর্ণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বদলির জন্য এবং আরও কয়েক মাস সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট আবদার জানান। এরপর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মণ্ডলকে ৩১শে মে-র মধ্যে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রিলিজ করার জন্য এইচ, সি/৯৪৯০/১ ৬) তাং ৩১/৫/৭৩—এই চিঠি মারফৎ নির্দ্দেশ দেন। অপর দিকে ঐ একই তারিখে পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের এসটাব্লিশমেন্ট ব্র্যাঞ্চের এ্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী Estt/4097/Admn/18—16/69/S Dated, Calcutta 31/5/73 এই গেজেটে ডাঃ মণ্ডলের ১৫ই জানুয়ারীর বদলির নির্দ্দেশ বাতিল করে দেন।

এইভাবে রামমোহন নাটক ক্রমশঃই জমে উঠছে। জনসাধারণ এই নাটকের যবনিকাপাত দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছেন।

দুর্বল মেরামতি—খরচের কেরামতি

মণ্ডলপুর, ৭ই জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মণ্ডলপুর গ্রামে জেলা পরিষদের অধীন মণ্ডলপুর সর্বমঙ্গলা দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহাদি গত ১৯৭১-৭২ সালে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পূর্নরূপে মেরামত করা হয়। কিন্তু চলতি বর্ষায় উক্ত চিকিৎসালয়ের প্রতিটি ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এবং গত ৪ঠা জুলাই রান্না ঘরের ছাদ ধ্বসে গিয়েছে, অল্পের জন্য একজন চাপা পড়া হতে রক্ষা পান। ছাদ দিয়ে এভাবে জল পড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় বাধা পড়ছে।

উক্ত গ্রামের জনৈক অভিজ্ঞ গ্রামবাসী ক্ষোভের সাথে আমাদের জানালেন,—যেভাবে প্রকাশ্যে চিকিৎসালয়ের সিমেণ্ট-বালি পাচার হয়েছে তাতে ঘরগুলোর এই হাল হবে, আমরা আগেই জানতাম। মেরামতির আগে ঘরগুলোর যা অবস্থা ছিল তাতেই কয়েক বছর ভালভাবে চলে যেত বলে তাঁর ধারণা। তিনি আরও জানান যে, মেরামতির কাজ জেলা পরিষদ নিযুক্ত ওভারশীয়ার মহাশয়ের তদারকিতে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও ঘরের এমন অবস্থা কেন হল, অনেকের মনে সেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

অফিসের দাপে, ক্ষমতাসীনের প্রতাপে

গ্রামের মানুষ রেশন কার্ড পেতে কাহিল

আংশিক রেশন এলাকার মানুষের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের এক বিরাট অভিশাপ এই রেশন কার্ড। দু'একটি চিত্রে বোঝা যায়, লাল-ফিতার শক্ত গ্রন্থিতে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দাপটে এবং প্রভাবশালীদের কর্ত্তৃত্বের চাপে গ্রাম বাংলার মানুষ রেশন কার্ড পেতে কতটা নাজেহাল হচ্ছেন। রেশন কার্ড পাওয়ার নানা ঝকমারি নানা স্থানে থাকলে কোথাও কোথাও ভোগান্তি অভিনব। গাঁয়ের মানুষ, অপেক্ষাকৃত ছা-পোষা; 'দাবী মানতে হবে'-সচেতন ততটা নন; কিংবা অমুকের তমুক নাই। তাই প্রতিকারহীন শক্তির কাছে যতটা সম্ভব, মনোবেদনা জ্ঞাপন করে বলেন ওপরের দিকে তাকিয়ে, যেখানে আছেন দু' তরফ: ঈশ্বরাধিক সাক্ষাৎ অফিস বাবুরা অথবা শক্তিমানের। এবং অন্যদিকে ভগবান নামক এক অদৃষ্ট সত্তা।

সাগরদীঘির খবর: **তিন বছর পরেও রেশন কার্ড পাওয়া গেল না।** ১৯৭০ সালের জুন মাসে পোপাড়া গ্রামের শ্রীতারাপদ সাহা রেশন কার্ডের জন্যে বি, ডি, ও অফিসে দরখাস্ত করেছিলেন (মেমো নং ১৪২৪/১৬, ৬, ৭০/ই, এল/এস, বি)। দরখাস্তখানি উন্নয়ন আধিকারিক ফরওয়ার্ড করে জে, এল, আর, ও অফিসে পাঠিয়ে দেন। আশায় দিন গুণে চলেন শ্রীসাহা। কবে এন্‌কোয়ারি হবে; রেশন কার্ড পাবেন। তদন্ত করতে এলেন জনৈক আমলা। তারিখ ২০শে এপ্রিল, ১৯৭২। দু'টি বছর কেটে গেল। হয়ত বা সালটা বাহাত্তুরে বলে কিছু করা সম্ভব হল না। তাই উনিশ শো তিয়াত্তরের জুলাই মাস এসে গেলেও শ্রীসাহা আজও জানেন না, তাঁর সত্তর সালের দরখাস্ত সম্পর্কে সত্বর ব্যবস্থা করা যাবে কিনা।

বাহাগলপুরের সংবাদ: **রেশন কার্ড বিলিতে কর্ত্তৃত্ব।** সম্প্রতি ওমরাপুর অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান এবং উপপ্রধান রেশন কার্ডের ব্যাপারে যে ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে অনেকে অতিষ্ঠ হয়েছেন বলে আমাদের প্রতিনিধি জানতে পেরেছেন। যে সব রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে বা হয়েছে, সে ব্যাপারে এঁরা নিজেদের অযথা কর্ত্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন কি, অবান্তর অজুহাত দেখিয়ে কোন কোন যোগ্য প্রাপকের রেশন কার্ড আটকে দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: রেশন কার্ড পেতে জনৈক ব্যক্তি যে হয়রাণির মধ্যে পড়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ আমাদের ৩১শে মে, ১৯৭২ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আংশিক রেশন এলাকার ছিটে-ফোঁটা চাল গম, আর হোমিপ্যাথিক ডোজ সমান চিনি পাওয়ার ছাড়পত্রটি নিয়ে গাঁয়ের মানুষকে জটিল অবস্থায় ফেলা এক বিচিত্র খেয়াল।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ ॥

'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' মহাজন বাক্যটি সর্বত্র অনুসৃত না হইলে ক্ষেত্রবিশেষে অনেক উপকার হইত। সত্য অথচ অপ্রিয় বলার মধ্যে যত ঝুঁকিই থাক, পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ বা আংশিক রেশন এলাকার রেশন নির্ভর মানুষ যদি তাহা সময়মত শুনিতে পাইতেন, তবে অবস্থা এত ঘোরাল হইত না।

বেশ কিছুদিন ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সরবরাহ, রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ প্রভৃতির টানাপোড়েনে রেশনে চাল-গম কমাইবার যে 'কোশিস' হইতেছিল, তাহা সত্য এবং অপ্রিয়-ভাষণে অনীহার জন্যই হউক, আর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে হউক, রাজ্যবাসী এতদিন পর শুনিতে পাইলেন—খাদ্যের বরাদ্দ কমান হইল। কাগজের ফলাও খবর: কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সহৃদয় বিবেচনা বা রাজ্যমুখ্য ও খাদ্যমন্ত্রীর দিল্লী গমনাগমন—বাক্-কুয়াশায় সবই কু-আশায় পরিণত হইয়াছে।

শব্দ ব্রহ্ম; অনাদি, অনন্ত। কেন্দ্রীয় খাদ্য-দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাবে বরাবর সহানুভূতির কথা বলিয়াছেন, এখনও বলিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও বলিবেন। আর সরকারী স্তরে ফলন সন্তোষজনক, খাদ্য সংগ্রহ ভাল প্রভৃতি ঢাক-বাজনা যথেষ্ট শুনা গিয়াছে। উভয় দিকের যোগফল শূন্য হইয়াছে। পঞ্চমাসিকী খাদ্যবাজেট অন্তে কেন্দ্রীয় তরফের ৮৫ হাজার টনের চাল (সাধারণ সংবাদ—কেন্দ্র দিবেন ২০ হাজার টন; এখন শুনিতেছি ১৭ হাজার টন, মাসিক ৩ হাজার টন বোধ হয়, 'শুকৃতি'?) এবং রাজ্যের সংগ্রহে মিলাইয়াও কূল পাওয়া গেল না।

বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষ গালে হাত দিয়া ভাবেন; গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করার মত প্রক্ষেপমাত্র খাদ্যপ্রাপ্ত আংশিক রেশন এলাকার লোক ততোধিক কাজ করিতেছেন। বর্ষার মরশুমে অতি সতর্ক মজুতদার-চাষীর গোপন ভাণ্ডার হইতে ধান-চাল বাহির করিতে জেলায় জেলায় প্রধাবিত মন্ত্রীরা দগ্ধ পেট্রলের সমমূল্যে চাল-ধান বাহির করিতে না পারিলেও দগ্ধভাল জনসাধারণ যৎসম্বল তৈজসপত্র বেচিয়া চাল-ধান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। রেশনের পরিমাণ কমানর কথা যদি আগে হইতে শুনা যাইত, তবে ব্যক্তিগত সংগ্রহে অস্বাভাবিক মূল্য দিতে হইত না।

চাল-ধানের ত এই হাল হইল। এখন গম সম্পর্কে পরিষ্কার কথা শুনিতে পাইলে হয়। খোলা বাজারে গমের দাম কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যস্তরে ১ লক্ষ টন গম সংগ্রহের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষিদপ্তর ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর লাঠালাঠিতে প্রকৃত উৎপাদন যে কী এবং তাহা হইতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কী পরিমাণ হইবে, জানা যায় না। কৃষিদপ্তর প্রথমে দশ এগার লক্ষ টন গম উৎপাদনের কথা বলেন। এখন বলিতেছেন সাত লক্ষ টন গম ফলিয়াছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন গম হইয়াছে। কৃষিদপ্তর পরিসংখ্যান ব্যুরোকে এইজন্য সুনজরে দেখিতেছেন না। এই পরিস্থিতিতে গম সংগ্রহ অভিযান কবে শুরু হইবে এবং কী পরিমাণ হইবে বলা শক্ত। বলা সহজ, জনসাধারণের দুর্গতি অব্যাহত থাকার কথা।

॥ আরজেদের আরজি ॥

নিজের দেড় বিঘা জমিতে ভূতের পরিশ্রম করে আরজেদ, আর খাটে অন্যের জমিতে ভাগে। গ্রামের মাতব্বর সভায় শুনিয়াছে, সরকার বেশী সুদে ঋণপত্র ছাড়িতেছেন, সে ভাবিয়া অবাক; সরকার ঋণ লইতেছেন সাধারণ মানুষের কাছ হইতে। শুনিয়াছে, বিদেশ হইতে দেশের কাজে ঋণ লওয়া হয়। তাই সরকারের প্রতিনিধিকে পাইয়া সে মনের কথা খুলিয়া বলিল:

"আস্সালামো আলাইকুম্ জী! আপনাদের গরমেণ্ট করিলাম। আপনারা ঋণপত্র ছাড়িয়াছেন; বলিতেছেন, সুদ দিবেন। আমাদের হাদিসে সুদ যে হারাম, হুজুর! সরকার ঋণ লইতেছেন দেশের লোকের নিকট হইতে। সরকারের জন্য আমার কিছু করিতে ইচ্ছা হয়। মনে করি আমি কিছু দিয়া আসি। সুদ না হয়, লইব না, কিন্তু হুজুর, আপনারা গরমেণ্ট, শুনিয়াছি ঋণ দিয়া থাকেন চাষবাস, মাছচাষ এই সব কাজে। গতবারের খরায় জমিতে কিছু হয়নি। এবারে পয়সা নাই বীজ-সার-গরু কিনিবার। তাই দরখাস্ত করিয়া-ছিলাম। ইহার পর অনেক দফা খোঁজ লইতে লইতে টাকা পাইয়াছি পঞ্চাশটি, আসলে হাতে আসিয়াছে পঁয়তাল্লিশটি। গরু কিনিব, না, বীজ-ধান কিনিব। হক কথা বসি সাহেব, পেটে খাইয়া ফেলিয়াছি। শুনিলাম, এই টাকার সুদ দিতে হইবে। আমি সুদ লইতে পারি না; কিন্তু আমাকে সুদ দিতে হইবে। আল্লাহ্ তাল্লার কাছে গুণাহ্-এর শেষ নাই আমার।

"আশা করিয়া নিজের ও করিম ভাইয়ের পাঁচ বিঘায় গম লাগাইলাম। পুষ্করিণী হইতে যে পানি পাইলাম, তাহাতে গমের গাছ ভালই হইল। আশা ছিল, ধান নাই পাইলাম; গম কিছু পাইব। আর দুইটি সেচের দরকার ছিল। আপনার লোক হুজুর, আপনার পুষ্করিণীতে 'দুনি' ফেলিতে দিল না। অথচ, সে পানিতে আপনার এবং শ্যামবাবুর কয়েক বিঘার গম ভালই হইয়াছে। আমার জমি আর করিম ভাইয়ের জমির গম শুকাইয়া গেল পানি বেগারে। বুক চড়্চড়্ করিয়াছে আমার। আপনারা গরমেণ্টের লোক; এই ব্যথা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। শ্যামবাবু পাম্প লইয়াছেন। আমাদের ত পাম্প পাইবার হক নাই, টাকা নাই বলিয়া। আমার ভিটার কাছে একটু ডোবা আছে; পয়সার অভাবে বুজিয়া গিয়াছে। বর্ষায় হাঁটু-পানি হয়। সরকার মাছ চাষের আর পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য টাকা দেন। এই টাকা আমরা পাই না; বড়-লোকেরাই নিজেদের অভাব দেখাইয়া ঋণ পান। এই ব্যবস্থা ভাল। কেন না বোধ হয় আমরা টাকা শোধ করিতে পারিতাম না। আমার ডোবায় মাছের বদলে কচুরিপানার বংশবৃদ্ধি হইতেছে।

"শেষের আরজি হুজুর, আপনাদের রেডিয়োর কৃষিকথায় যে সব চাষীরা আছেন, তাঁহারা কোন্ দেশের লোক জানি না; তবে তাঁহাদিগকে আমার শত শত সেলাম জানাই। তাঁহাদের মত এমন লেখাপড়া জানা আর হাতে পয়সা থাকা চাষীভাই তামাম ভারতে আছে হয়ত, আমার আশে-পাশে নাই হুজুর। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ধান জমি ছাড়া তরিতরকারী, ফলপাকড়েরও জমি আছে। আমাদের সে ব্যবস্থা হয় না হুজুর?"

হাতাহাতি—হাসপাতাল—রেলকর্মীদের উৎকণ্ঠা

জঙ্গিপুর, ৭ই জুলাই—গত ৫ই জুলাই বিকাল প্রায় ৫টা নাগাদ জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে মারমুখী কয়েকজন যুবকের সঙ্গে যাত্রীসাধারণ ও রেলকর্মীদের হাতাহাতির ফলে আহত সর্বশ্রী আলতাপ হোসেন, ফজলুল হক ও রহমান সেখ (অরঙ্গাবাদ) কে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রেল-ষ্টেশনের মালগুদামের কাছে কয়েকজন যুবকের মন্তব্যে কিছু যাত্রী ও রেলকর্মী প্রতিবাদ করার ফলেই নাকি এই পরিস্থিতির উদ্ভব। পয়েন্টস্‌ম্যান আলিবকসের দুটি দাঁত ভাঙ্গে ও তিনজন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। রেলকর্মীরা এই পরিস্থিতিতে মাঝ মাঠের মধ্যে রেল-কোয়ার্টার্সে থাকতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত রবিবার জঙ্গিপুর ম্যাকেঞ্জি পার্কের পার্শ্বস্থ ময়দানে "বীরভূম জেলা স্কুল ক্লাব" ও "জঙ্গিপুর এইচ, ই, স্কুল টিম" এই দুই ফুটবল সম্প্রদায়ে ফুটবল খেলা হইয়াছিল। জঙ্গিপুরের সব ডেপুটী কলেক্টর বাবু কৈলাশপতি ঘোষ মহাশয় মধ্যস্থ ছিলেন। জঙ্গিপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ বাবু, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, সব রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ ক্রীড়া স্থলে উপস্থিত ছিলেন। বীরভূম জেলা স্কুল ক্লাব জঙ্গিপুর এইচ, ই, স্কুল টিমকে ৩ গোলে হারাইয়াছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬।১।১৩২৪ ইং ৯।৫।১৯১৭

(আজকাল এখান থেকে ফুটবল খেলা নির্বাসিত)

মর্ম্মান্তিক

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই জুলাই—গত ৭ই জুলাই উমরপুরে কলিকাতাগামী ষ্টেট বাসের জনৈক যাত্রী তড়িৎ দাস বাসের চাকার আঘাতে মারা যান। প্রকাশ, বাসটি উমরপুরে থামলে চাকা বদলানর জন্য বাসের ছাদ থেকে একটি চাকা নামানর সময় চাকাটি হাত হতে পড়ে গিয়ে রাস্তায় দণ্ডায়মান যাত্রী তড়িৎ দাসের মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদাস জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে আনার পর তিনি মারা যান।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই জুলাই—গত ৪ঠা জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল মহাশয় আশি বৎসর বয়সে চন্দননগরে তাঁর পুত্রের বাসায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর বাবু সুদীর্ঘকাল ধরে জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এর পূর্ব্বে তিনি বহুদিন রঘুনাথগঞ্জ এম, ই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে ছিলেন। জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতীকে হারালেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বিজ্ঞপ্তি

কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইন্সটিটিউসনে ডেপুটেসন ভ্যাকান্সিতে অনধিক তিন মাসের জন্য একজন আর্টস গ্রাজুয়েট আবশ্যক। আগামী ২০।৭।৭৩ তারিখের মধ্যে প্রার্থিগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সম্পাদক, কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইন্সটিটিউসন, পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ।

"বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ) ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সীতে ন্যূনতম বি, কম পাশ একজন শিক্ষক প্রয়োজন। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ২০শে জুলাই মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।"

বিজ্ঞপ্তি

আমুহা কদমতলা হাই স্কুলের জন্য Deputation vacancy তে একজন B. Com. শিক্ষকের প্রয়োজন। Trained প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আবেদনের শেষ তারিখ 16-7-73। Interview 20-7-73 সময় ১১-০ ঘটিকা—৪০ ঘটিকা।

তাং 7-7-73 সেক্রেটারী,
আমুহা কদমতলা হাই স্কুল,
পোঃ কাশিমনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ানে জৈন তপস্বিনী

ধুলিয়ান, ৯ই জুলাই—শ্রীশ্রীসিদ্ধচক্র বিধান বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ উপলক্ষে ধুলিয়ান জৈন কলোনীতে সম্প্রতি চারজন আর্যিকা কলিকাতা হতে পদব্রজে এসেছেন। এঁরা হলেন শ্রীইন্দুমতিজি, শ্রীসুপার্শ্বমতিজি, শ্রীবিদ্যামতিজি এবং শ্রীসুপ্রভামতিজি। এঁরা সকলেই বর্ত্তমানে ধুলিয়ান জৈন মন্দিরে অবস্থান করছেন। ধুলিয়ান দিগম্বর জৈন সমাজ ঐ উপলক্ষে জৈন মন্দিরে দিবারাত্র পূজাপাঠ ও আর্যিকা মাতাদের ধর্ম্মামৃত প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিদিন শত শত নরনারী তাঁদের দর্শন করতে আসছেন।

THE FOOD CORPORATION OF INDIA.
Office of the District Manager,
Murshidabad, P.O. Khagra.

Tender Notice.

The District Manager (F. C. I.) Murshidabad, invites offers in sealed covers for storage-worthy godowns on rental basis for storage of foodgrains etc. of the Food Corporation of India in the places indicated below. The required capacity of the godowns (approximate) is also shown against each location centre.

The offers should indicate precise location, condition, floor space of the godown and the rent per 100 s. ft.

The offers should be submitted to the District Manager (F. C. I.), Murshidabad, on 18.7 73 by 2 P.M. If the date fixed for receipt of offers is subsequently declared a holiday, the offers will be received on the next working day following the holiday.

The District Manager reserves the right to accept or reject any or all the offers without assigning any reason.

Location	Approximate capacity
Raghunathganj (preferably on the main road)	700 M. T.
At or near about Raninagar (preferably on the main road)	350 M. T.
At or near about Kandi (preferably on the main road)	700 M. T.

Sd/- P. B. Mukherjee
District Manager, F.C.I.
Murshidabad.

3. 7. 73

Wanted a graduate pref. trd. & experienced in a Deputation vacancy for Bahutali High School P.O. Bahutali, Dist. Murshidabad.

Apply within four days with copies of mark sheets to the Secretary.

ধান জমি জলের তলায়

আমাদের বাহাগলপুরের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বাঁশলৈ নদীর (কাঁকসা) জলস্ফীতিতে সুতী থানার ওমরাপুর অঞ্চলের আউস ধান জমি জলের তলায়। গরীব চাষীরা হায় হায় করছে। কার কাছে দরবার করবে, মানুষ না দেবতার? নদীখাত অগভীর হয়ে যাচ্ছে বলে এই প্লাবন—ধারণা করেন এখানকার মানুষ। গ্রামের কিছু যুবক কিছুদিন আগে রাজ্য সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ক্ষতির কথা জানান। কিন্তু অবিলম্বে একটা কিছু করার আশ্বাস এ পর্যন্ত হতাশ্বাস ছাড়া আর কিছু হতে পারেনি।

সর্দ্দারসহ তিনজন ডাকাত ধৃত

সাগরদীঘি, ৯ই জুলাই—গতকাল রাত্রে এই থানার হোমগার্ডবাহিনীর চারজন সদস্য মনিগ্রাম ষ্টেশনে অপেক্ষারত ১২ জনের এক সশস্ত্র ডাকাতদলের সর্দার লুৎফল হক সহ তিনজনকে ধরে ফেলে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে প্রহরারত চারজন হোমগার্ড ষ্টেশনে অপেক্ষারত ডাকাতদলের উপর হানা দেয় এবং ধস্তাধস্তির পর জনসাধারণের সহায়তায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধস্তাধস্তির সময় ডাকাতদলের অন্যান্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চম্পট দেয়।

মাল পাচারে ধরা পড়ল

জঙ্গিপুর, ৭ই জুলাই—গত ২রা জুলাই গভীর রাত্রিতে মঙ্গলজন গ্রামের আলাউদ্দিন সেখ (ওরফে নিবু) জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে ই, আর, ৮০০৩৩ গাড়ি থেকে গম পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। উল্লেখ করা যায়, বেশ কিছুদিন থেকে এখানে এক সুসংবদ্ধ ছিনতাইকারীর দল ওয়াগন ভেঙ্গে মাল পাচার করছে, রাত্রিতে অপেক্ষমান যাত্রীদের ওপর হামলা চালায় এবং সুযোগমত রিকশ প্যাড্‌লারদের দোষী সাব্যস্ত করে। ষ্টেশনে জোর পুলিশী প্রহরার প্রয়োজন।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

পশ্চিমবাংলায় রকমারি অরকিড চাষের জন্যে রাজ্য বনদফতর পাঁচ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এধারে রাজভবনে ব্যাঙের ছাতা আবাদ শুরু হয়েছে।

—সবুজ বিপ্লব বনাম **অবুঝ বিপ্লব ?**

* * *

মধ্যপ্রদেশে বাঁশের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। অবশ্য এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র শেঠী এবং বনমন্ত্রী শ্রীসি, পি, তেওয়ারী যথাক্রমে বিপক্ষে ও পক্ষে থাকার দ্বন্দ্ব চলছিল বলে খবর।

—একজন চাইছিলেন, রাজ্যে সবাই সবাইকে বাঁশ দেবেন ; অপরজন চাইছিলেন, কেবল সরকারই সবাইকে বাঁশ দেবেন।

* * *

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী বলেছেন : সারা ভারতেই ভূগর্ভস্থ কেব্‌ল্ চুরি হচ্ছে।

—কেবল কেব্‌ল্ ?

* * *

নয়াদিল্লীর খবর : প্রিয় বান্ধবী শ্রীমতী তৃপ্তি শর্ম্মার ছেলের সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দেওয়ার পর শ্রীমতী রামেশ্বরী শর্ম্মা জানলেন, নাজ্জামাই বান্ধবী-পুত্র নয়, গৃহভৃত্য।

—নয়া দিল্লীকা লাড্ডু এ্যায়্‌সা হী হোতা। তৃপ্তি 'সে' অতৃপ্তি।

* * *

ভুষি কেলেঙ্কারিতে নাকি অনেক বাঘা বাঘা লোক ধরা পড়ে গেছেন।

—ভুষিতেই বাঘা! তা'হলে ত খুবই পুষ্টিকর ?

বিপ্লবী যুবসংস্থা সম্মেলন

গত ৫-৭-৭৩ তারিখ বিকাল ৪টায় স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালায় রঘুনাথগঞ্জ থানা বিপ্লবী যুবসংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী। সর্ব্বশ্রী জাগ্রত রায়, শিবু সান্যাল, তিনকড়িলাল সরকার ও জেলা যুবসংস্থা সম্পাদক অমল কর্ম্মকার ভাষণ দেন। নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে শ্রীতিনকড়ি সরকার ও শ্রীজাগ্রত রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, পরীক্ষার খাতা ভস্মীভূত

সাগরদীঘি, ৭ই জুলাই—গতকাল রাত্রে কে বা কারা স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিসে অগ্নিসংযোগ করলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার উত্তরপত্র সমেত কিছু নথীপত্র ভস্মীভূত হয় এবং আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকাশ, জানালার গরাদ ভেঙ্গে দুর্বৃত্তেরা অফিসের ভেতর প্রবেশ করে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট অনেক সাদা কাগজ কাছাকাছি একটি ডোবার জলে ফেলে দেয়। গভীর রাত্রে নাইট গার্ড আগুন দেখতে পেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং আগুন আয়ত্তে আনে। পরে ডোবা থেকে সাদা কাগজগুলি উদ্ধার করা হয়। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা বানচাল করার জন্যই নাকি অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করছেন। অপরদিকে বাকী পরীক্ষাগুলি গ্রহণের সময় কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাব নেবেন বলে জানা গিয়েছে। কেও গ্রেপ্তার হয়নি। তদন্ত চলছে।

ট্রাক চাপা পড়ে বালকের মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৭ই জুলাই—গত ২রা জুলাই এই থানার রতনপুর গ্রামের কাছে ৩৪নং জাতীয় সড়কে চলন্ত ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মেঘা-শিয়ারা গ্রামের ৬/৭ বৎসরের একটি বালক ঘটনাস্থলে মারা যায়। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সম্প্রতি নবগ্রাম থানার নিমগ্রামে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় অপর একজন বালকের মৃত্যু ঘটে।

ভুয়া রেশন কার্ড ধরতে গিয়ে—

ধুলিয়ান, ৯ই জুলাই—গত ৬ই জুলাই কাঁকুড়িয়া গ্রামের রেশন ডিলার মহঃ এক্রামুল হকের দোকানে কিছু ভুয়া রেশন কার্ডের খবর পেলে সমসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিসের কর্মী শ্রীমিত্র রেশন কার্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করতে যান এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় ঐ ডিলারের নিকট হতে প্রায় একশো পঞ্চাশখানা ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার করেন। সন্ধ্যার পর যখন তিনি সাইকেলযোগে বাড়ী ফিরছিলেন সেই সময় পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে আক্রমণ করে এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। শ্রীমিত্র স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে ধুলিয়ানে পৌঁছে থানায় জানালে পুলিশ গিয়ে উক্ত ডিলারের বাড়ী ঘেরাও করে চারজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেয়। এই ঘটনার পর এতদঞ্চলে বেশ উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।

সকলপ্রকার ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

• খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ভাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" সেই দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত